ISSN Online : 2518-9530, ISSN Print : 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ: ১৩ সংখ্যা: ৫১ ও ৫২
জুলাই-সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর-ডিসেম্বর : ২০১৭

مجلة القانون والقضاء الإسلامي
ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা
www.islamiainobichar.com

প্রধান সম্পাদক
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
প্রফেসর ড. আহমদ আলী

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ শহীদুল ইসলাম

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন রব্বানী

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR
ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১৩ সংখ্যা : ৫১ ও ৫২

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে **মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম**

প্রকাশকাল : জুলাই-সেপ্টেম্বর, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৭

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২
e-mail: islamiainobichar@gmail.com
web: www.islamiainobichar.com

সম্পাদনা বিভাগ : ০১৭১৭-২২০৪৯৮
E-mail : editor@islamiainobichar.com

বিপণন বিভাগ : ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২
মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

প্রচ্ছদ : ল' রিসার্চ সেন্টার

কম্পোজ : ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স

দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Muhammad Nazrul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 380/B, Mirpur Road (Lalmatia), Dhaka-1209, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka. Price Tk. 100 US $ 5

[জার্নালে প্রকাশিত লেখার সকল তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখক/ গবেষকগণের। কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ প্রকাশিত তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের জন্য দায়ী নন।]

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

উপদেষ্টা পরিষদ

শাহ আবদুল হান্নান
সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রফেসর ড. এম. কবির হাসান
নিউ অরলিন্স বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র

প্রফেসর ড. সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম
লেকহেড বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা

প্রফেসর ড. হাবিব আহমেদ
ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আমানুল্লাহ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইসমাঈল
আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. আবূ উমার ফারুক আহমদ
ব্রুনাই দারুস সালাম বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রুনাই

ড. মুহাম্মদ সাইদুল ইসলাম
নানওয়াং টেকনলোজি বিশ্ববিদ্যালয়, সিঙ্গাপুর

সম্পাদনা পরিষদ

প্রফেসর ড. বেগম আসমা সিদ্দীকা
আইন ও বিচার বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের
আরবী বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. হাফিজ এ. বি. এম. হিজবুল্লাহ
আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

প্রফেসর ড. মোঃ ইশারাত আলী মোল্লা
আরবি ও ফার্সি বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. মুহাম্মদ মসিহুর রহমান
সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা (ISSN-1813-0372/ E-ISSN- 2518-9530) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত (রেজি. নং: DA-6100) একটি ত্রৈমাসিক একাডেমিক রিসার্চ জার্নাল। যা ২০০৫ সাল থেকে প্রতি তিন মাস অন্তর নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এ জার্নালে প্রকাশিতব্য প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ:

* **প্রবন্ধের বিষয়বস্তু:** এ জার্নালে ইসলামের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আইনতত্ত্ব, বিচারব্যবস্থা, ব্যাংক, বীমা, আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্য, ফিক্‌হশাস্ত্র, ইসলামী আইন, মুসলিম শাসকদের শাসন ও বিচারব্যবস্থা, মুসলিম সমাজ ও বিশ্বের সমসাময়িক সমস্যা ও এর ইসলামী সমাধান এবং তুলনামূলক আইনী ও ফিক্‌হী পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধকে গুরুত্ব দেয়া হয়।
* **পাণ্ডুলিপি তৈরি:** পাণ্ডুলিপি অবশ্যই লেখক/লেখকগণের মৌলিক গবেষণা (Original Research) হতে হবে। অন্যের লেখা থেকে গৃহীত উদ্ধৃতির পরিমাণ প্রবন্ধের একচতুর্থাংশের কম হতে হবে। যৌথ রচনা হলে আলাদা পৃষ্ঠায় লেখকগণের কে কোন অংশ রচনা করেছেন বা প্রবন্ধ প্রণয়নে কে কতটুকু অবদান রেখেছেন তার বিবরণ দিতে হবে।
* **প্রবন্ধের ভাষা ও বানান রীতি:** প্রবন্ধটি বাংলা ভাষায় রচিত হতে হবে। তবে প্রয়োজনে ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতি প্রদান করা যাবে। প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানান রীতি অনুসরণ করতে হবে, তবে আরবী শব্দের ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখা যাবে।
* **প্রবন্ধের কাঠামো:** প্রবন্ধের শুরুতে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণান্তে প্রাপ্ত ফলাফল সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ (Abstract) থাকতে হবে। সারসংক্ষেপের অব্যবহিত পরে সর্বাধিক ৫টি মূলশব্দ (Keywords) উল্লেখ করতে হবে। অতঃপর প্রবন্ধের শিরোনাম, লেখকের নাম ও পদবী, সারসংক্ষেপ এবং মূলশব্দের ইংরেজি অনুবাদ দিতে হবে। প্রবন্ধে ভূমিকা, উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জিও উল্লেখ থাকতে হবে।
* **উদ্ধৃতি উপস্থাপন:** এ পত্রিকায় তথ্যনির্দেশের জন্য Chicago Manual of Style এর Author-Date পদ্ধতি অবলম্বনে ইন-টেক্সট উদ্ধৃতি ও গ্রন্থপঞ্জি থাকতে হবে। ব্যবহৃত তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি ইংরেজি প্রতিবর্ণায়নে উল্লেখ করতে হবে।
* **প্রবন্ধ জমাদান প্রক্রিয়া:** পাণ্ডুলিপি বিজয় কী-বোর্ড এর SutonnyMJ অথবা ইউনিকোড কী-বোর্ড এর Solaimanlipi ফন্টে কম্পিউটার কম্পোজ করে ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের নিজস্ব ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com এ গিয়ে প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে আপলোড করতে হবে। বিকল্প হিসেবে প্রবন্ধের সফট কপি জার্নালের ই-মেইলে (islamiainobichar@gmail.com) পাঠানো যেতে পারে।
* **প্রকাশের জন্য লেখা নির্বাচন:** জমাকৃত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য কমপক্ষে দু'জন বিশেষজ্ঞ দ্বারা পিয়ার রিভিউ (Double Blind Peer Review) করানো হয়। রিভিউ রিপোর্ট এবং সম্পাদনা পরিষদের মতামতের ভিত্তিতে প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য চূড়ান্ত করা হয়।
* **লেখা প্রকাশ:** প্রকাশের জন্য নির্বাচিত প্রবন্ধ জার্নালের যে কোন সংখ্যায় প্রিন্ট ও অনলাইন উভয় ভার্সনে প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধ রচনার বিস্তারিত নীতিমালা জার্নালের ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com-এ দেখা যাবে।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৬

ইসলামী বিধানে অগ্রাধিকার নির্ধারণ নীতিঃ একটি পর্যালোচনা ৯
প্রফেসর ড. আহমদ আলী

শরীয়া মাকাসিদের তাত্ত্বিক বিকাশ : একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ৫১
আবু তালিব মোহাম্মদ মোনাওয়ার

ইসলামী ব্যাংকিং-এ মুশারাকা বিনিয়োগঃ একটি প্রায়োগিক বিশ্লেষণ ৮৭
মো: মেসবাহ উদ্দীন

দারিদ্র্য বিমোচনে বায়তুলমালের ভূমিকা ১১৩
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউসুফ

ইসলামের আলোকে পর্যটনঃ একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ১৩৫
অয়েজ কুরুনী
মোছা. মারিফা আক্তার

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

সম্পাদকীয়

আল-হামদুলিল্লাহ। মহান আল্লাহর মেহেরবানীতে ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের এ সংখ্যাটি প্রকাশ করা সম্ভব হলো। বাংলা ভাষায় ইসলামী গবেষণায় সচেষ্ট এ জার্নালের আন্তর্জাতিক মান ও স্বীকৃতি অর্জন করার উদ্দেশ্যে আমাদের পথচলা গতিশীল করতে এর উপদেষ্টা পরিষদে বিশ্বখ্যাত আরও দুজন ইসলামী গবেষক যুক্ত হয়েছেন। বৃহত্তর মানবকল্যাণ, আইনের শাসন ও জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ও এর সুফল গণমানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার পথ ও পদ্ধতি গবেষণার মাধ্যমে ইসলামী আইন ও বিচার লক্ষ্যে পৌঁছাবে ইনশাআল্লাহ।

ইসলামী আইনের মূল উদ্দেশ্য বৃহত্তর ও সর্বজনীন মানবকল্যাণ। এ কারণে এর প্রতিটি বিধান ও প্রবিধানে মানবকল্যাণকে বিবেচনা করা হয়েছে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে। এমনকি একাধিক শরীয়াহসম্মত কাজের মধ্যে অগ্রাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রেও এ নীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কেননা মানবকল্যাণ বাস্তবায়নের জন্য অবস্থা ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়। এ কারণে কখন, কোথায় কোন্ কাজটি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সম্পাদন করতে হবে বিপরীত পক্ষে কখন, কোথায় কোন্ কাজটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বর্জন করতে হবে- তা নির্ধারণের পদ্ধতি জানা একান্ত প্রয়োজন। জ্ঞানের এ শাখাকে ইসলামী আইনের আধুনিক পরিভাষায় 'ফিকহুল আউলাভিয়্যাত' (অগ্রাধিকার নির্ধারণ নীতি) বলা হয়। "ইসলামী বিধানে অগ্রাধিকার নির্ধারণ নীতি: একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে 'ফিকহুল আউলাভিয়্যাত'-এর মৌলিক বিষয়সমূহ বিশেষত অগ্রাধিকার নির্ধারণের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াসমূহের আলোচনা বিবৃত হয়েছে।

মানবকল্যাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইসলামী আইনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য তথা মাকাসিদুশ শারীয়াহ একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। মহান আল্লাহ মানবকল্যাণে ইসলামী আইনের যে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন সেটাই মাকাসিদুশ শারীয়াহ। ইসলামের সূচনা লগ্নে মাকাসিদুশ শারীয়াহ তত্ত্ব (থিওরি) হিসেবে স্বতন্ত্রভাবে পরিচিত না হলেও মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এবং রাসূলুল্লাহর স. সুন্নাহতে এটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাই সাহাবা কিরামসহ পরবর্তী ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ- ফকীহগণ মাকাসিদুশ শারীয়াহ তত্ত্বকে প্রয়োগ করেই ইজতিহাদ করেছেন এবং মানবজীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রে অজস্র ইসলামী বিধান উদঘাটন করেছেন। হিজরী পঞ্চম শতাব্দির শেষাংশে

মাকাসিদুশ্ শারীয়াহর তত্ত্বগত ধারণার উদ্ভব ঘটে এবং হিজরী অষ্টম শতাব্দিতে এ ধারণাটি একটি পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বীয় রূপ লাভ করে। অতঃপর হিজরী দ্বাদশ শতাব্দিতে এটি শরীয়াহ জ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। "শরীয়া মাকাসিদের তাত্ত্বিক বিকাশ: একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ" প্রবন্ধে তত্ত্ব হিসেবে মাকাসিদুশ শারীয়াহ-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলামী আইনে মানবকল্যাণের ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক। মানুষের সার্বিক জীবনের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করাই এ আইনের উদ্দেশ্য। তাই মানুষের অর্থনৈতিক জীবন কল্যাণময় করার প্রয়োজনীয় সামগ্রিক বিধান ইসলামী আইনে সুবিধিত। ইসলামী জীবনব্যবস্থায় ব্যবসাকে হালাল উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। উপরন্তু, ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্যের ওহীভিত্তিক এক স্বতন্ত্র ব্যবস্থা উপহার দিয়েছে, যা অন্যসব মানবব্যবস্থা থেকে উৎকৃষ্ট ও টেকসই। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ও যৌথব্যবসা এবং সামাজিক ব্যবসায়িক উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হয়েছে। মুশারাকা বা যৌথকারবার এবং শিল্প শ্রমিকদের মোনাফায় অংশীদার করার প্রণোদনামূলক বিধান এর উত্তম দৃষ্টান্ত। কুরআন, সুন্নাহ, মুসলিম আলিমগণের ঐকমত্য ও যুক্তির নিরিখে মুশারাকার বৈধতা প্রমাণিত। যুগপরিক্রমায় মুশারাকার মৌল নীতি ঠিক রেখে একে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ব্যবসায়িক পদ্ধতি গড়ে ওঠেছে। সাম্প্রতিককালে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা চালু হওয়ার পর মুশারকার প্রয়োগে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। "ইসলামী ব্যাংকিং-এ মুশারাকা বিনিয়োগ: একটি প্রায়োগিক বিশ্লেষণ" শীর্ষক প্রবন্ধে মুশারাকার পরিচিতি, প্রামাণিকতা, এর প্রকারভেদ, ইসলামী ব্যাংকিংয়ে-এর প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয় আলোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

ইসলামের আর্থিক কল্যাণ ও নিরাপত্তার দায়দায়িত্ব এককভাবে ব্যক্তির উপর ছেড়ে দেয়া হয়নি। বরং আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জনে ব্যক্তির প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হয় তখন তার আর্থিক কল্যাণ নিশ্চিতের দায়িত্ব সমাজ তথা রাষ্ট্রের ওপর পতিত হয়। ইসলামের সোনালী যুগে প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় উক্ত দায়িত্ব পালনের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানকে বায়তুলমাল নামে অভিহিত করা হয়। ইসলামের অর্থনৈতিক সৌন্দর্য ও রাষ্ট্রের কল্যাণ বিকাশে এ প্রতিষ্ঠান অনবদ্য ভূমিকা পালন করে। এতে গচ্ছিত সম্পদে রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সাধারণ জনগণ সবার অধিকার সমানভাবে স্বীকৃত। রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে কোন একজন নাগরিকও যাতে তার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় তার নিশ্চয়তা প্রদান করাই এ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ স.-এর আমল থেকে সর্বশেষ খিলাফাতের পতন পর্যন্ত ইসলামী শাসনব্যবস্থার প্রতিটি পর্যায়ে যেসব জনকল্যাণমূলক খাতে বায়তুলমালের অর্থ ব্যবহার করা হতো, দারিদ্র্য বিমোচন তার অন্যতম। "দারিদ্র্য বিমোচনে বায়তুলমালের ভূমিকা" শিরোনামের প্রবন্ধে 'দারিদ্র্য বিমোচনে বায়তুলমালের ভূমিকা' আলোচনা প্রসংগে এর উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, এতে রাষ্ট্রপ্রধান ও জনসাধারণের অধিকার, দারিদ্র্য বিমোচনের খাতে বায়তুলমালের অর্থব্যয়ের বর্ণনা রয়েছে।

মানুষের সার্বিক কল্যাণের অন্যতম শর্ত তার মানবিক উৎকর্ষ। নৈমিত্তিক কার্যাবলির একঘেয়েমিতা দূর করে নতুন কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য মানবিক উৎকর্ষের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ইসলাম যেসব উপায়-উপকরণের মাধ্যমে মানুষের মানবিক উৎকর্ষ সাধনের অনুমতি দেয় তার মধ্যে পর্যটন অন্যতম। অবশ্য প্রচলিত ধারণায় পর্যটন ও ইসলামী ধারণায় পর্যটনের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। বৃহত্তর অর্থে আল্লাহর সৃষ্টিরহস্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা, আবিষ্কার, শিক্ষাগ্রহণ, মানসিক প্রশান্তি লাভের জন্যই ইসলামে পর্যটনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ইসলাম নির্দেশিত পর্যটনের পূর্বশর্ত হালাল সেবা ও পণ্য, ইবাদাতের সুব্যবস্থা, শরীয়াসম্মত আবাসন ও পর্যটন স্পট, যানবাহন ইত্যাদি। "ইসলামের আলোকে পর্যটন: একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে ইসলামের আলোকে পর্যটনের বিবিধ অনুষঙ্গ বর্ণনার পাশাপাশি মুসলিম বিশ্বের পর্যটনখাতকে আরও গতিশীল করার জন্য সুচিন্তিত পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

আইন ও বিচার" জার্নালের এ সংখ্যায় প্রকাশিত সবগুলো প্রবন্ধ মানবকল্যাণের সাথে কোন না কোনভাবে সংশ্লিষ্ট, গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী। প্রবন্ধগুলো থেকে সংশ্লিষ্ট সকলে উপকৃত হবেন এবং অন্যান্য সংখ্যার মত এ সংখ্যাও সাদরে গ্রহণ করবেন বলে আমরা আশা রাখি। মহান আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

– প্রধান সম্পাদক